কনডেম ঘোষিত ভবনগুলোতে সরকারি অফিসের কার্যক্রম

মেহেরপুর শহরের বুকে দীর্ঘ বছরের জীর্ণ শীর্ণকায় দাঁড়িয়ে আছে বেশ কয়েকটি পুরোনো ভবন। এসব ভবনগুলোতে সরকারি বিভিন্ন অফিস। হাসপাতাল ভবন, ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিস, জেলা কারা কর্মকর্তার বাসভবন, জেলা সমবায় ব্যাংক ও জেলা সমবায় অফিস, জেলা প্রশাসকের পুরাতন কার্যালয়, ওয়াবদা অফিস ভবন, গাংনী উপজেলা পরিষদের বিভিন্ন অফিস অন্যতম। ভবনগুলো বয়সে সেঞ্চুরি অতিক্রম করেছে।

কোনটিবা ষাটোর্ধ্ব, দীর্ঘ বছরের ইতিহাস ছুঁয়ে গেছে তাদের শরীর। দেড় থেকে দুই যুগের বিভিন্ন সময়ে গণপূর্ত বিভাগ নোটিশ দিয়ে বলেছিল তোমরা আর বাসযোগ্য নও। তারপরও ভবনগুলো ঠিক মানুষের মতোই আজও দাঁড়িয়ে আছে- ভঙ্গুর, চিন্তিত, অথচ প্রাণের স্পন্দন নিয়ে।

পুরাতন সরকার হাসপাতালটি যেন এক বৃদ্ধ অভিভাবক। বহু রোগীর কান্না, ডাক্তারদের ছুটে চলা, কিংবা অপারেশন থিয়েটারের আলো সে দেখেছে একসময়। এখন তার করিডোরে শোনা যায় পুলিশের ওয়াকিটকির শব্দ। ছাদের প্লাস্টার খসে পড়ে মেঝেতে সাদা ধুলোর মতো জমে থাকে অতীতের স্মৃতি। অথচ প্রতিদিন এক ডজন পুলিশ সদস্য সেখানে ডিউটি করেন ব্যস্ততা আর ভয় মিলেমিশে তাদের সকাল-বিকেল তৈরি করে। ভবনটি যেন নীরবে বলেÑ আমার দেওয়ালে ফাটল আছে!

ভূমি রেজিস্ট্রেশন অফিসের অবস্থা আরও আলাদা। সে যেন প্রতিদিনের ভিড় আর ভাঁজে ভাঁজে জীবনের হিসাব লেখা এক ক্লান্ত লেখক। দলিল লেখকরা জানালার ধারে বসে একেকটা চুক্তি লিখছেন, আর দেয়ালের ফাটলগুলো স্বাক্ষী দিচ্ছে সময়ের নিঃশব্দ ক্ষরনের। প্রতিদিন দুই শতাধিক মানুষের আনাগোনায় ভবনটি কেঁপে ওঠে।

তবুও কাগজে-কলমে জমির হিসাব থামে না, মানুষের আগমন থামে না। পাশেই নতুন ভবনে অফিসের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ দায়ীত্ব পালন করলেও পুরাতন ভবনে দলিল সম্পাদনার কাজ করেন দলিল লেখিয়ে মুহরীরা। ভবনটিতে নব্বই দশকেও সাবজজ আদালত ছিল।

ওই সময ভবনটি ব্যবহার ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে সাইনবোর্ড লটকে দিলে আদালতটি পাশেই স্থানান্তর হয় বহুতল ভবনে। তারপর থেকেই এখানে ভূমি

ব্যবহারযোগ্য নয়। গণপূর্তের উপবিভাগীয় প্রকৌশলী জামাল উদ্দীন বলেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অফিস আদালতের ভবন ব্যবহার অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। ফলে সেসব ভবনের তালিকা করা হয়নি। ব্যবহার অযোগ্য ভবনে যদিও অফিসের লোকবল গা ছমছম করা দিন পার করছে। বিষয়টি গণপূর্তের দেখার দায়ীত্ব নয় বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

সম্প্রতি ভূকম্পনের পর বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করেন এই অঞ্চল ভূমিকম্পের মাঝারি ঝুঁকিতে। একটু দোলনামাত্র ভবনগুলো হয়তো আর দাঁড়াতে পারবে না। কিন্তু প্রশ্ন রয়ে যায় ঝুঁকির ওপরে দাঁড়িয়ে থাকা এই মানুষেরা কি শুধুই সংখ্যার অংশ? নাকি অবহেলার ভারে নুইয়ে পড়া ভবনগুলো কেবল ইট-পাথরের শরীর নয় সময়ের কাছে ফেলনা হয়ে যাওয়া জীবন্ত কাহিনি?

যে শহর তার স্মৃতি রক্ষা করতে জানে না, সে শহর কি ভবিষ্যতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারে? মেহেরপুরের বাতাসে এই প্রশ্নটাই আজ সবচেয়ে ভারী হয়ে ভাসছে।

মেহেরপরে সাবেক জনপ্রতিনিধির হাতে নির্মাণ হচ্ছে পাঁচতলা ভবন

মেহেরপুর জেলা শহরের আদালতপাড়ায় একাই পাঁচতলা ভবনের নির্মাণকাজ চালিয়ে যাচ্ছেন গ্রামের এক সাবেক জনপ্রতিনিধি মো. একরামুল হক। পেশায় সৌখিন রাজমিস্ত্রি হলেও এলাকাবাসীর চোখে তিনি একজন আদর্শবান মানুষ, সমাজসেবক ও পরিশ্রমী নাগরিক।

বিনা পারিশ্রমিকে নিজের ওয়ার্ডের শতাধিক দুস্থ পরিবারের জন্য পাকা ঘর নির্মাণ করেছেন তিনি। দেশে এটাই প্রথম ঘটনা, যেখানে একজন ব্যক্তি শ্রমিক ও মিস্ত্রি দুয়ের ভূমিকায় একাই বহুতল ভবন নির্মাণ করছেন। প্রতিদিনই অনেকে তার কাজ দেখতে আসছেন।

মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের কুলবাড়িয়া গ্রামের

বাসিন্দা একরামুল হক আদালতপাড়ায় নিজের জমিতে নির্মাণ করছেন একটি আধুনিক ভবন। ইতোমধ্যে পঞ্চম তলার ছাদ পর্যন্ত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ভবনের প্রথম ও দ্বিতীয় তলার আনুষঙ্গিক কাজ শেষ হয়ে সেখানে ভাড়াটিয়াও উঠেছেন। তৃতীয় থেকে পঞ্চম তলার কাজ এখনও চলমান।

কোনো নির্মাণশ্রমিক ছাড়াই তিনি নিজেই এই ভবনের মিস্ত্রি ও সহকারী। টাইলসের কাজও করছেন নিজ হাতে। একাই সিমেন্ট-বালু মাখানো, মাথায় করে ইট তোলা, সিমেন্ট-বালু দিয়ে ইটের পর ইট গাঁথা সবকিছুই তিনি করছেন একা।

প্রথম দিকে মাটি খোঁড়ার কাজে শ্রমিক নিয়েছিলেন। প্রতিটি ছাদ ঢালাইয়ের দিনও কিছু অতিরিক্ত লোকবল নিয়েছেন নিরাপত্তার জন্য। তবে বাকি সব কাজ নিজেই করছেন এই পরিশ্রমী মানুষটি। তার আশা, আগামী ছয় মাসের মধ্যে পুরো ভবন নির্মাণ শেষ করবেন।

ব্যক্তিজীবনে একরামুল হক একজন বহুমাত্রিক মানুষ কখনো কৃষক, কখনো নাট্যশিল্পী, আবার কখনো রাজমিস্ত্রি।

১৯৮৮ সালে প্রথমবার ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য পদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে অল্পের জন্য পরাজিত হন। পরবর্তীতে ১৯৯২ সালের নির্বাচনে গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত হন ইউপি সদস্য হিসেবে। পরবর্তী নির্বাচনেও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয় লাভ করেন।

জনপ্রতিনিধি থাকাকালে নিজ সম্মানী থেকে প্রতিবছর প্রায় ৩০টি গরিব পরিবারের গৃহকর পরিশোধ করেছেন।

গ্রামের অনেক দুস্থ পরিবার ইট-বালু জোগাড় করতে পারলেও শ্রমিকের মজুরির অভাবে ঘর নির্মাণ করতে পারত না। তখন একরামুল নিজেই মিস্ত্রি হিসেবে একা একা ৯৮টি ঘর নির্মাণ করে দেন বিনা পারিশ্রমিকে। তার হাতে তৈরি সেই ঘরগুলো আজ নিরাপদ আশ্রয় অসংখ্য দরিদ্র পরিবারের।

সহগল গ্রামের দরিদ্র আছিয়া খাতুন বলেন, গরু-ছাগল বিক্রি করে ঘর নির্মাণের চিন্তা করছিলাম। একরামুল ভাই এসে নিজের হাতে আমার জন্য ঘর তুলে দেন। তিনি কোনো পারিশ্রমিক নেননি।

একই গ্রামের অতিদরিদ্র ওবাইদুল্লাহ আলম বলেন, একবার অগ্নিকাণ্ডে আমার মাটির ঘর পুড়ে যায়। তখন একরামুল মেম্বার নিজে ইট, টিন ও

বাঁশ জোগাড় করে বিনা পারিশ্রমিকে ঘর তৈরি করে দেন। গ্রামের অনেকের ঘরই তিনি এমনভাবে নির্মাণ করে দিয়েছেন।

আদালতপাড়ায় প্রতিদিন নিজের ভবনে হাতুড়ি, কাঠ, সিমেন্ট ও বালুর সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন এই মানুষটি। সমাজের প্রতি তার দায়বদ্ধতা, পরিশ্রম ও আন্তরিকতা তাকে এলাকার এক অনন্য অনুপ্রেরণায় পরিণত করেছে।

আদালতপাড়ায় গিয়ে দেখা যায় একরামুল মাথায় করে ইট তুলছেন পাঁচতলায়।

নির্মাণ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে তিনি বলেন, বাড়িতে একমাত্র ছেলে মুদি ব্যবসা করে। আমি বসে থাকতে পারি না। লেখাপড়া ছেড়ে সখের বসে রাজমিস্ত্রির কাজ শিখেছিলাম। পারিশ্রমিক ছাড়াই দুস্থ মানুষের ঘর বানিয়ে দিতে আনন্দ পাই। প্রতিদিন ভোরে মেহেরপুরে এসে নিজের পাঁচতলা ভবনের কাজ করছি।

কাথুলী ইউনিয়নের কাঠ ব্যবসায়ী ওয়াহেদ হোসেন বলেন, একবার স্থানীয় একটি স্কুলে পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীরা দাবি করে পুরস্কারটি একরামুল মেম্বারের হাত থেকেই নিতে চায়। তখন তিনি শিক্ষার্থীদের বলেন, তোমরা মন দিয়ে পড়ো, বড় হয়ে এই গ্রামটাকে আরও সুন্দর করে গড়ে তুলো। এখনো তিনি সেই আশায় বেঁচে আছেন।

কাথুলী ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আমিরুল ইসলাম বলেন, একরামুল ছিলেন একজন নির্লোভ ও মানবিক জনপ্রতিনিধি। মানুষের বিপদে তিনি পাহাড় হয়ে দাঁড়াতেন। তার ওয়ার্ডে তিনি প্রার্থী হলে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস পেত না। তার কাজ ও চরিত্র সত্যিই শ্রদ্ধার যোগ্য।

উত্তরায় মাইলস্টোন স্কুলের ভবনে বিমান বিধ্বস্ত, নিহত ১৯

রাজধানীর উত্তরার দিয়াবাড়িতে মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজের একটি ভবনে বিমানবাহিনীর প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্তের ঘটনায় এখন

আবিদ (৯), আশরাফ (৩৭), ইউশা (১১), পায়েল (১২), আলবেরা (১০), তাসমিয়া (১৫), মাহিয়া (), অয়ন (১৪), ফয়াজ (১৪), মাসুমা (৩৮), মাহাতা (১৪), শামীম, জাকির (৫৫), নিলয় (১৪), সামিয়া।

ফায়ার সার্ভিসের জনসংযোগ বিভাগের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বেলা ১টা ১৮ মিনিটে এ দুর্ঘটনার খবর পাওয়া যায়। মাইলস্টোন কলেজে একটি প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়েছে বলে জানা যায়। তাদের ইউনিটগুলো পৌঁছায় দুপুর ১টা ২২ মিনিটে। এখন উত্তরা, টঙ্গী, পল্লবী, কুর্মিটোলা, মিরপুর, পূর্বাচল ফায়ার স্টেশনের আটটি ইউনিট কাজ করছে।

এদিকে বিমান বিধ্বস্ত হয়ে হতাহতের ঘটনায় আগামীকাল মঙ্গলবার একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করা হয়েছে। দেশের সব সরকারি, আধা সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে। পাশাপাশি সব সরকারি, বেসরকারি ভবন ও বিদেশে বাংলাদেশি মিশনেও জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।

আহত–নিহতদের জন্য দেশের সব ধর্মীয় উপাসনালয়ে বিশেষ প্রার্থনার আয়োজন করা হবে।

সূত্র: যুগান্তর

ইবি ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের নতুন ভবন উদ্বোধন

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের নতুন ভবন উদ্বোধন করা হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরে অবস্থিত স্কুল ও কলেজ কম্পাউন্ডে এই ভবনের উদ্বোধন করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. নকীব মোহাম্মদ নসরুল্লাহ।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. এম এয়াকুব আলী এবং ট্রেজারার প্রফেসর ড.

মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. এমতাজ হোসেন, লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম মতিনুর রহমান, ইউট্যাব ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি প্রফেসর ড. মো. তোজাম্মেল হোসেন, জিয়া পরিষদ শাখার সভাপতি প্রফেসর ড. মো. ফারুকুজ্জামান খান, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর প্রফেসর ড. মো. শাহিনুজ্জামান, ছাত্র উপদেষ্টা প্রফেসর ড. মো. ওবাইদুল ইসলাম, সাবেক প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) মো. আলীমুজ্জামান টুটুল, প্রকল্প পরিচালক ড. নওয়াব আলী খান, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন বিভাগের পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) মোয়াজ্জেম হোসেন, এবং প্রধান প্রকৌশলী (ভারপ্রাপ্ত) মো. শরিফ উদ্দিন।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন ল্যাবরেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষকবৃন্দ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদল এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ।

কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদের নতুন ভবনের গ্রীল কেটে চুরি

কোটচাঁদপুর উপজেলা পরিষদের নতুন ভবনের জানালার গ্রীল কেটে চুরির ঘটনা ঘটেছে। রোববার (৬ এপ্রিল) গভীর রাতে এই চুরির ঘটনা ঘটে।

জানা গেছে, রাত আনুমানিক ২টার দিকে লোডশেডিং চলাকালীন সময়ে চোরেরা উপজেলা পরিষদের নতুন ভবনের দুটি কক্ষের জানালার গ্রীল কেটে ভেতরে প্রবেশ করে। দুটি কক্ষের মধ্যে একটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ের উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তার কক্ষ এবং অন্যটি উপজেলা চেয়ারম্যানের সিএর (ব্যক্তিগত সহকারী) কক্ষ।

চোরেরা ওই কক্ষ দুটির গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র এলোমেলো করে এবং উপজেলা চেয়ারম্যানের সিএর কক্ষ থেকে একটি ল্যাপটপ চুরি করে নিয়ে যায়। তবে অন্যান্য কোনো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস খোয়া যায়নি বলে জানিয়েছেন ইউএনও কার্যালয়ের উপ-প্রশাসনিক কর্মকর্তা ইন্দ্রজিৎ

সাহা।

তিনি বলেন, “চোরেরা গ্রীল কেটে অফিসে ঢুকে কাগজপত্র তছনছ করেছে এবং একটি ল্যাপটপ নিয়ে গেছে। এ ঘটনায় থানায় অভিযোগ করা হয়েছে।”

কোটচাঁদপুর পুলিশ ফাঁড়ির উপপরিদর্শক (এসআই) সাইদুর রহমান বলেন, “অভিযোগ পেয়েছি, তদন্ত শুরু করেছি। তদন্ত শেষে বিস্তারিত বলা যাবে।”

উল্লেখ্য, ওই রাতে উপজেলা পরিষদ চত্বরে ৪টি অফিসের ৪ জন নৈশপ্রহরী দায়িত্বে ছিলেন। তারা হলেন– নির্বাহী অফিসের ইযামিন হোসেন, প্রকৌশলী অফিসের মোসলেম হোসেন, নির্বাচন অফিসের হামিদ ও ‘একটি বাড়ি একটি খামার’ প্রকল্পের কাদের মিয়া।

এছাড়া, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার বাসভবনের সামনেও দায়িত্বে ছিলেন দুইজন আনসার সদস্য। এত নিরাপত্তার মধ্যেও চোরেরা নির্বিঘ্নে চুরি করে পালিয়ে যেতে পারায় উদ্বেগ ও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে স্থানীয়দের মধ্যে।

মেয়াদ শেষ হলেও কাজ শেষ হয়নি মুনসুর আলী একাডেমীর ভবনে

মেয়াদ শেষ হলেও কাজ শেষ হয়নি কোটচাঁদপুরের সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমীর। বন জন্মেছে নির্মাণাধীন ভবনে। এদিকে কক্ষ সংকটে ছাত্র/ছাত্রীদের আসন সংকুলানে সমস্যায় আছেন বলে অভিযোগ রয়েছে বিদ্যালয় কতৃপক্ষের। এ অবস্থা চলছে সাবদারপুরের মুনসুর আলী একাডেমীতে। ওই ভবনের কাজ নিয়ে পাল্টা- পাল্টি বক্তব্য দিয়েছেন ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট অফিস কর্মকর্তা।

সংশ্লিষ্ট সুত্রে জানা যায়, ঝিনাইদহের শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীনে ৮০ লাখ টাকা ব্যয়ে কোটচাঁদপুরে সাবদারপুর মুনসুর আলী একাডেমীর ৪ র্থ তলা ভবনের ১ম তলার নির্মান কাজ শুরু হয় ২০২১ সালের ১৩ জানুয়ারি। কাজটি করছিলেন ঝিনাইদহের মেসার্স

রিফাত আরা ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল। যা শেষ হবার কথা ছিল ওই বছরের ১৩-১০-২১ তারিখে। যা কাজ শুরুর ৩৮ মাসেও শেষ করতে পারেনি ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানটি। নির্মাণাধীন ভবনে জন্মেছে বন। এদিকে বিদ্যালয়টিতে রয়েছে কক্ষ সংকট। এতে করে ছাত্র/ছাত্রীদের আসন সংকুলানে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আমিন উদ্দিন। তিনি বলেন, এ বিদ্যালয়ে ৭শ জন ছাত্র ছাত্রী রয়েছে। ওই সব ছাত্র ছাত্রীদের জন্য প্রয়োজন ২০ টি কক্ষ। যার মধ্যে বিদ্যালয়ে আছে ১০ টি কক্ষ। ছেলে মেয়েরদের ক্লাস নিতে হয় ল্যাব, কমনরুম ও লাইব্রেরীতে।

তিনি বলেন, আশা করেছিলাম নতুন ৪ তলা ভবনের ১ম তলার কাজ শেষ হলে ছাত্র ছাত্রীদের বসার জায়গার সমস্যার সমাধান হবে। কিন্ত সে সমস্যা এখন আরো প্রকট হয়েছে। গেল ৪ বছরে যে ছাত্র ছাত্রী ছিল। এখন তা বেড়ে দ্বিগুন হয়েছে। এ বছর ছাত্র ছাত্রীদের বসার জায়গা নাই। ক্লাস নিতে হবে গাছ তলায়।

এ সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন তিনি।এদিকে ভবনের কাজটি নিয়ে পাল্টা- পাল্টি বক্তব্য দিয়েছেন ঠিকাদার ও সংশ্লিষ্ট অফিস কর্মকর্তা। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মালিক মহিবুল রহমান বলেন,কাজ শুরুর পর থেকে ৫০ লক্ষ্যাধিক টাকার কাজ করা হয়েছে ভবনটিতে। বিল পেয়েছি মাত্র ৮ লাখ টাকার। তিনি বলেন, ওই প্রকল্পের ফান্ডের সমস্যা ছিল। সময় মত টাকা না পাওয়ায় কাজ বন্ধ রাখতে হয়েছে। তবে এ বছর কাজটি শেষ করবেন বলে জানিয়েছেন ওই ঠিকাদার। তিনি মেসার্স রিফাত আরা ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের মালিক বলে জানা গেছে।

অন্যদিকে জেলা নির্বাহী প্রকৌশলী শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রকৌশলী সুব্রত কুমার পাল বলেন, কাজটি পাওয়ার পর থেকে তাদের গুরুত্ব কম ছিল। তারা কিছু কাজ করে বন্ধ রাখেন। এরপর আবারও কাজটি শুরু করেন। যা শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৩-১০-২০২১ সালে।

তিনি বলেন, ওই ঠিকাদার কাজ না করে দীর্ঘদিন এভাবে ফেলে রেখেছেন। আমরা ইতোমধ্যে টেন্ডার বাতিলের জন্য মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছি। বাতিল হয়ে আসলে,আমরা নতুন টেন্ডার আহবান করবো।

গাংনীর মোহাম্মদপুর গ্রামে নবীনবরণ ও নবনির্মিত ভবন এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক সদস্য ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক হোসেন বলেন, এদেশে জাতীয়তাবাদি দল বিএনপি, জামায়াতসহ ছোট বড় অনেক দল রয়েছে। তাদের ভিন্ন ভিন্ন মত ও আলোচনা থাকতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সর্বভৌমত্ব এবং জনগণের অধিকারের প্রশ্নে আমরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, সেই ঐক্যকে কোনোভাবে বিনষ্ট হতে দেওয়া যাবেনা।

গতকাল সোমবার বিকালে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার মঠমুড়া ইউনিয়নের মোহাম্মদপুর ফার্স্ট চয়েজ মডার্ন স্কুল, হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানা কর্তৃক আয়োজিত নবীনবরণ ও নবনির্মিত ভবন এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। মোহাম্মদপুর ফার্স্ট চয়েজ মডার্ন স্কুল, হাফিজিয়া মাদ্রাসা ও এতিমখানার চেয়ারম্যান রাশেদ গনির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নবীনবরণ অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহবায়ক কমিটির সদস্য ও ২ (গাংনী) আসনের সাবেক এমপি মোঃ আমজাদ হোসেন, আল্লামা দেলোওয়ার হোসেন সাঈদী ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব শামীম সাঈদী, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য রেজা আহমেদ বাচ্চু, বাংলাদেশ জাতীয়বাদী দল বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির জনশক্তি উন্নয়ন বিষয়ক সহ-সম্পাদক অর্পনা রায় দাস প্রান্তি, কেন্দ্রীয় যুবদলের সাংগাঠনিক সম্পাদক ইছাহাক সরকার, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান আসাদুজ্জামান বাবলু। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক আরও বলেন, “বিএনপি চেয়ারপার্সন বেগম খালেদা জিয়াকে খুনি হাসিনা সরকার অন্যায়ভাবে মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে প্রেরণ করেছিল। তাকে চিকিৎসা থেকে বঞ্ছিত করার ফলে তিনি শারীরিকভাবে শংকটাপন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

বর্তমানে তিনি যুক্তরাজ্যে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি সুস্থ্য হয়ে দেশে ফিরে আবারও বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দিয়ে দেশকে গণতন্ত্রের পথে

ফিরিয়ে আনবেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের প্রখ্যাত আলেম আল্লামা দেলোওয়ার হোসেন সাঈদীকে মিথ্যা অপবাদ ও মিথ্যা মামলা দিয়ে কারাগারে পাঠিয়ে চিকিৎসা বঞ্চিত করে হত্যা করা হয়েছে। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য বাবু গয়েস্বর চন্দ্র রায়কে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়েছে। খুনি হাসিনা ও আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রে এবং জনগণের অধিকারকে বিশ্বাস করেনা। তারা আওয়ামীলীগের বাইরে যারা রয়েছে ,তাদেরকে মানুষ মনে করেনা, দাশ মনে করে, প্রজা মনে করে। তারা এই দেশটাকে তাদের বাবার সম্পত্তি মনে করে। তারা যা বলবে সেটাই মেনে নিতে হবে। এই দেশের অর্থ সম্পদ তাদের বাবার সম্পত্তি। সেটা যেভাবে ইচ্ছে ব্যবহার করবে, লুটপাট করে বিদেশে পাচার করবে। হাসিনার আমলের লুটপাট, জনগণের উপর অন্যায় অত্যাচার জুলুমের ফিরিস্তি তুলে ধরতে গেলে ঘন্টার পর ঘন্টা সময় লাগবে। তিনি বলেন, খুনি হাসিনার পরিবারের সদস্যদের এখন বিভিন্ন দেশে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পত্তি পাওয়া যাচ্ছে। এদেশে দূর্ণীতি করে সম্পত্তি লুটপাট করে নিয়ে গেছে। লুটপাটের সেই সম্পত্তি থাকলে আজ বাংলাদেশে হাজার হাজার প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা সম্ভব হতো। এদেশের গ্রামীণ জনপদ আজ পিছিয়ে পড়া জনপদ থাকতো না। বাংলাদেশের দারিদ্রতা, অর্থকষ্ট ও অভাব দুর করা যেতো। তিনি বলেন, বাংলাদেশের অর্থ সম্পদ বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধিশালী দেশ গড়তে চাই। এটাই আমাদের ওয়াদা এটাই আমাদের প্রতিশ্রুতি।

ইঞ্জিনিয়ার ইশরাক বলেন, ঐক্যের প্রতিক বেগম খালেদা জিয়া বাংলাদেশের গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার আন্দোলনে ঐক্যের প্রতীক হয়ে সকল দলমত, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এক করার ক্ষেত্রে যে পথ রচনা করেছিলেন সেই ধারাবাহিকতায় জুলাই-আগষ্ট বিপ্লব হয়েছে। জুলাই আগষ্টের গণঅভ্যুথানের মাধ্যমে আমরা যে নতুন বাংলাদেশ গড়ার সুযোগ পেয়েছি, তরুণ প্রজন্মের একজন প্রতিনিধি হিসেবে বলবো, তারেক রহমান দেশ গড়ার যে ৩১ দফা কর্মসূচি দিয়েছেন, বিএনপির সেই কর্মসূচির মাধ্যমে বাংলাদেশকে এগিয়ে নিতে হবে। ইশরাক আরও বলেন, বিগত তিনটি নির্বাচনে খুনি হাসিনা সরকার, রাস্ট্রের মালিকানা জনগণের একটি করে ভোট, খুনি হাসিনা জনগণের সেই ভোটাধিকার কেড়ে নিয়েছিল। শুধু ভোটাধিকার কেড়ে নেইনি, জুলাই আগস্টে তারা একটি গণহত্যা চালিয়েছে। যেখানে অন্তসত্তা নারীদেরও গুলিবিদ্ধ করা হয়েছে। হেলিকপ্টার থেকে গুলি করে ৮ বছর বয়সি শিশুদেরও হত্যা করা হয়েছে। বাংলাদেশের মাটিতে এই খুনি হাসিনার দৃষ্টান্তমুলক বিচার ও সর্বোচ্চ শাস্তি হোক আমরা সেটা চাই।

খুনি হাসিনাকে বাংলাদেশে মাটিতে ফিরিয়ে এনে তাকে বিচার করে যথাযথ শাস্তি দিতে হবে। সেটি না হওয়া পর্যন্ত আমরা আমাদের আন্দোলন চালিয়ে যাবো। যারা রাজনীতি করি তারা রাজপথে থাকবো। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পর থেকেই আমাদের পার্শ্ববর্তি দেশ ভারত এদেশের উপর আগ্রাসন চালিয়ে আসছে। ভারত যে আগ্রাসন চালিয়ে আসছে সেই আগ্রাসন রুখে দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। বিএনপি, জামায়াতসহ ছোট বড় অনেক দলের ভিন্ন ভিন্ন মত ও আলোচনা থাকতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সর্বভৌমত্ব এবং জনগণের অধিকারের প্রশ্নে আমরা যেভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, সেই ঐক্যকে কোনোভাবে বিনষ্ট হতে দেওয়া যাবেনা তিনি আরও বলেন, আমি রাজনীতি শুরু থেকেই সাধারণ জনগণের উপর খুনি হাসিনার অন্যায়, অত্যাচার, জুলমের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি।

কোনোদিন খুনি হাসিনা ও তার দোষরদের কাছে আত্মসম্পর্ণ করিনি। এসময় তিনি জুলাই আগষ্টের সংগঠিত গণহত্যায় শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা ও আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন। পরে একটি মনোঙ্গ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট বক্তা ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব কবির বিন সামাদ। অনুষ্ঠানে এলাকার হাজার হাজার নারী পুরুষ যোগদান করেন।

জনতা ব্যাংক জোড়াদহ শাখার নতুন ভবনের উদ্বোধন

ঝিনাইদহ হরিণাকুন্ডু জোড়াদহ শাখা জনতা ব্যাংক লিঃ নতুন ভবনের উদ্বোধন করা হয়েছে। সোমবার সকাল ১১টায় জোড়াদহ শাখার উদ্বোধন করেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড খুলনা অঞ্চলের জেনারেল ম্যানেজার অরুন কুমার বিশ্বাস।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন জোড়াদহ কলেজের

অধ্যক্ষ মোঃ শরিফুল ইসলাম, জনতা ব্যাংক লিঃ ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার মোঃ মিজানুর রহমান, জনাব মোঃ হামিদুল্লাহসহ জোড়াদহ ভায়না এলাকার অত্র ব্যাংকের গ্রাহকবৃন্দ।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনতা ব্যাংক লিঃ জোড়াদহ শাখার ব্যবস্থাপক মোঃ আবু সাইদ।

চুয়াডাঙ্গার তিতুদহে মাদরাসার একাডেমি ভবনের উদ্বোধন করলেন এমপি টগর

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার তিতুদহ ইউনিয়নের ৬২নং আড়িয়া দাখিল মাদরাসার একাডেমী ভবন আনুষ্ঠানিক ভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুর সাড়ে ১২ টার দিকে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি থেকে এ ভবন উদ্বোধন করেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য ও জেলা আ.লীগের সহ-সভাপতি হাজী মোঃ আলী আজগার টগর।

মাদরাসার সভাপতি আব্দুল রাজ্জেকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ভবণ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমপি টগর বলেন, বর্তমান সরকার উন্নয়নের সরকার। এ সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে শিক্ষা, রাস্তা-ঘাট সহ সার্বিক ব্যবস্থা আজ উন্নতির দিকে।

কিন্তু বিএনপির নেতাকর্মীরা সরকারের ধারাবাহিক উন্নয়ন দেখে চক্ষুসুল হয়ে দেশে অরাজকতার ষড়যন্ত্র করার পায়তারা করছে। তারা যতই ষড়যন্ত্র করুক না কেন কোন লাভ হবেনা। দেশের মানুষ বুঝে গেছে দেশ ও জাতীর উন্নয়নে আ’লীগ সরকারের বিকল্প নেই।

বিশেষ অতিথি থেকে বক্তব্য রাখেন, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও দর্শনা পৌর আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক আলী মুনসুর বাবু, দর্শনা থানার অফিসার্স ইনচার্জ এ,এইস,এম লুৎফুল কবীর, গড়াইটুপি ইউপি চেয়ারম্যান শফিকুর রহমান, আ.লীগ নেতা মিজানুর রহমান টিপু,